‘মিন আজায়িবিদ দুয়া’
গ্রন্থের অনুবাদ

মিরাকুলাস প্রেয়ারস

দুআ কবুলের আশ্চর্য ঘটনা

মূল
খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী

সূচিপত্র

প্রাককথন ১৩
দুআর মাহাত্ম্য ১৫
কুরআনে কারিম থেকে: ১৫
সুন্নাহ থেকে: ১৬

দুআর আদবকেতা

দুআর শর্তাবলি ১৯
দুআ কবুলের বাধাসমূহ ২০
দুআর কিছু ভুল ২১
দুআর আদবসমূহ ২২
দুআ কবুলের বিশেষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য ২৮
কিছু মকবুল দুআ ৪০

নবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত আদম আ.-এর দুআ ৪৫
নুহ আ.-এর দুআ ৪৬
ইবরাহিম আ.-এর দুআ ৪৭
ইয়াকুব আ.-এর দুআ ৪৯
ইউসুফ আ.-এর দুআ ৫০
মুসা আ.-এর দুআ ৫১
আইয়ুব আ.-এর দুআ ৫২
ইউনুস আ.-এর দুআ ৫৪
এক পিঁপড়ার দুআ ৫৬
জাকারিয়া আ.-এর দুআ ৫৬
ঈসা আ.-এর দুআ ৫৭

রাসূল ﷺ -এর বিস্ময়কর দুআ

হিজরতের পথে দুআ ৬১
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি দুআ ৬১
দাওস গোত্রের জন্য দুআ ৬২
হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ

রাযি.-এর জন্য দুআ ৬২
হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-
এর জন্য দুআ ৬৩
সাহাবায়ে কেরামের জন্য দুআ ৬৪
হজরত আলি রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৪
হজরত জাফর বিন আবি তালিব
রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৪
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস
রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৫
সাকীফ গোত্রের জন্য দুআ ৬৫
হজরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মায়ের জন্য দুআ ৬৬
আমির বিন তুফাইলের ওপর বদদুআ ৬৭
দাঁতের বদলায় দাঁত ৬৭
মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য দুআ ৬৮
আমর বিন আখতাব রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৮
হজরত জারির রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৮
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআর বরকতে ধনী ৬৯
আসমান-জমিনের বাহিনীসমূহ একমাত্র আল্লাহর ৬৯

সাহাবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.-এর দুআ ৭৩
হজরত আলি রাযি.-এর দুআ ৭৩
হজরত সা'দ বিন মুআজ রাযি.-এর দুআ ৭৩
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৭৪
হজরত উম্মে সালাম রাযি.-এর দুআ ৭৫
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর দুআ ৭৫
হজরত উবাই বিন কাব রাযি-এর দুআ ৭৬
দুআয় কাটা গেল জিহ্বা ৭৬
এই তার প্রতিফল ৭৭
'হে আল্লাহ, ওর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন' ৭৭
হজরত সাঈদ বিন যাইদ রাযি.-এর দুআ ৭৮
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দুআ ৭৮
উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতে জাহশ

রাযি.-এর দুআ ৭৯
চোরের বিরুদ্ধে জনৈক সাহাবির বদদুআ ৭৯
বৃষ্টির দুআ করলেন তিনি ৮১
হজরত হুসাইন রাযি.-এর দুআ ৮১
এক মুমিনের দুআ ৮২
সেটাই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ৮২
আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ৮২
সেনাপতি নিহত, কিন্তু তার দুআয় সৈন্যরা নিরাপদ ৮২
আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবিস সারহ.-এর দুআ ৮২
হজরত আনাস রাযি.-এর খোঁজে হাজ্জাজের পুলিশ ৮৪

পরবর্তী প্রজন্মের বিস্ময়কর দুআ

যেমন কর্ম তেমন ফল ৮৯
খচ্চরটি রয়ে গেল ৮৯
তারাই ছিলেন মানুষ ৮৯
আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন ৯০
মোরগের বিরুদ্ধে বদদুআ ৯০
অহংকার ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি ৯১
হাজ্জাজের দরবারে যাবার কালে দুআ ৯১
প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে দুআ ৯১
শাহাদাতের দুআ করে হলেন শহিদ ৯২
এক নেকবান্দার দুআ ৯২
আবু মুসলিম ও এক নারী ৯২
অন্ধ ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি ৯৩
দুআয় কারামুক্তি ৯৩
বন্দিকে মুক্তি না দিলে ঘুম হারাম ৯৪
তোমাকে মোবারকবাদ ৯৪
দুআ কবুলের আলামত ৯৫
পাগলরূপী বুজুর্গ ৯৫
ইবনুল মুনকাদির ও একজন দুআকারী বান্দা ৯৬
সকল প্রশংসা আল্লাহর ৯৭
দুআ শেষ না হতেই বৃষ্টি ৯৮
খলিফার দুআ ৯৮

ওজুকালে অচল অঙ্গ হয় সচল	৯৯
সমুদ্রে দুআ	৯৯
যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট	৯৯
বিস্ময়কর এক কাহিনি	১০০
দুআয় হলেন মেধাবী	১০০
ধারকৃত ঘোড়া	১০১
হাজ্জাজের জেলখানায় দুআ	১০১
ইবনে মুবারক রহ.-এর দুআ	১০২
সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর দুআ	১০২
গাছের বিরুদ্ধে বদদুআ	১০৩
হাঁচিতে ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি	১০৩
সেরে উঠল বিশ বছরের অচল নারী	১০৩
আখিরাতের আজাবের নমুনা দুনিয়াতেই	১০৪
রমজানের এক দুআ	১০৪
বৃদ্ধাকে মেরে কাটা গেল হাত	১০৫
বদদুআয় ডুবে গেল নৌকা	১০৫
গোয়েন্দার পরিণতি	১০৫
এলেন অন্যের কাঁধে, ফিরলেন সুস্থ হয়ে	১০৬
দুআয় কাফির হলো মুসলমান	১০৬
আল্লাহর কাছে চেয়ে পেলেন আশ্রয়	১০৭
মজলিস শেষ হবার আগেই কারামুক্তি	১০৭
অসুস্থের দুআ	১০৮
উনুনে ফেলে মাথায় ঠোকা হলো পেরেক	১০৮
কাজি হতে চান না তিনি	১০৯
দুআয় বেঁচে উঠল গাধা	১০৯
হাজিদের দুআ	১১০
শাহাদাতের দুআ	১১০
রোমের বন্দির দুআ	১১১
ইমাম বুখারি রহ.-এর দুআ	১১১
মিথ্যা অভিযোগ করায় বদদুআ	১১২
নগদ দুআ কবুল	১১২
দুআ হলো কবুল	১১৩

তিনটি দুআ	১১৩
আমি রবের কথা রেখেছি, তিনিও আমার কথা রেখেছেন	১১৪
অন্ধ হওয়ার দুআ, পরে দৃষ্টিশক্তির দুআ	১১৪
ইঁদুরের বিরুদ্ধে বদদুআ	১১৫
শীতকালেও গরম পানি	১১৫
এটাই আল্লাহর ফয়সালা	১১৫
দুআর দশগুণ দান	১১৬
মুহরিজ তিউনিসির দুআ	১১৬
হাবিব আজমির দুআ	১১৭
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধার বদদুআ	১১৭
আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা	১১৭
হক কথা বলে মুক্তি	১১৮
বিস্ময়কর দুআ কবুল	১১৯
তিনিই খাওয়ান ও পান করান	১১৯
কুয়ার ভেতরে দুআ	১২০
যমযম পান করে দুআ	১২০
অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদদুআ	১২০
দুআয় মহিলার রোগমুক্তি	১২১
চিকিৎসকেরা ব্যর্থ, দুআয় আরোগ্য	১২১
দুআর কারণে পাখির পেটে	১২২
মন্ত্রীর দুআ	১২২
‘আমরা পাপী, তাই আমাদের বৃষ্টি দিন’	১২৩
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুআ	১২৩
বরকতময় বিয়ে	১২৪
বদদুআয় শ্বেতরোগ	১২৫
টেকোমাথা শিশু	১২৫
ইমাম মাকদিসি রহ.-এর দুআ	১২৫
রোজা অবস্থায় পিপাসা নিবারণ	১২৬
দুআয় বেরিয়ে এল কানের কঙ্কর	১২৬
দশ সন্তানের জন্য দুআ	১২৬
সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদদুআ	১২৭
হিন্দুস্তানি দর্জির দুআ	১২৮

বিশ মিনিটের আতঙ্কের পর বিপদমুক্তি	১২৮
মরুভূমিতে দুআ	১২৯
কারাবন্দি ও প্রহরী	১৩০
দুআয় বৃষ্টি থেমে গেল	১৩১
বিদ্যুৎ-মিস্ত্রীর দুআ	১৩১
জালিম ও মজলুম	১৩২
ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের বদদুআ	১৩৩
মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার	১৩৪
আপনার দুআ কবুল হয়েছে	১৩৫
আল্লাহকে ডাকায় কঠিন হলো সহজ	১৩৫
বিশ হাজারের গল্প	১৩৫
ধন্যবাদ হে রিয়াদের গভর্নর	১৩৬
নেককার লোকটি	১৩৭
পরীক্ষা গেল পিছিয়ে	১৩৯
দুর্বল অধীনস্থদের জন্য দুআ	১৩৯
ধূমপান বর্জন	১৩৯
বদদুআয় ভাঙল হাত	১৪০
সকল শুকরিয়া আল্লাহর	১৪০
বেরিয়ে গেলেন শিক্ষক	১৪১
স্নেহময়ী মা	১৪১
আল্লাহর নিয়ামত	১৪১
ডক্টরেট থিসিসের সমস্যাবলির সমাধান	১৪২
স্বামীর বিরুদ্ধে বদদুআ	১৪২
কাবা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি ফেরত পাবার দুআ	১৪২
তাওয়াফের মধ্যে দুআ	১৪৩
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে দুআ	১৪৩
এক বিপদগ্রস্তের দুআ	১৪৩
আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই	১৪৬
দাহনা মরুভূমিতে দুআ	১৪৭
শেষ কথা	১৪৮
সম্পাদকীয়	১৪৯
অনুবাদক পরিচিতি	১৫১

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি গোটা জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম হোক নবির ওপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসারীদের ওপর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত যুগে যুগে আল্লাহর বান্দাদের দুআ কবুলের একগুচ্ছ ঘটনার সংকলন। বিভিন্ন কিতাব ও সূত্র থেকে আমি ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছি। মুসলমান ভাইবোনদের দুআ ও আল্লাহমুখিতায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ঘটনাগুলোর পূর্বে দুআ-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি, যাতে দুআর ক্ষেত্রে পাঠক সেগুলো অনুসরণ করে নিজেও মকবুল দুআর সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

গ্রন্থটির আলোচনার ক্রম নিম্নরূপ—

১। দুআর ফাযায়েল ও মাহাত্ম্য—এ শিরোনামে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দুআর মাহাত্ম্যের আলোচনা হয়েছে।

২। দুআর শর্তাবলি। সকল শর্তের আলোচনা না হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো আলোচিত হয়েছে।

৩। দুআ কবুলের বাধাসমূহ। যে সকল কারণে দুআ কবুল হয় না, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

৪। দুআর ক্ষেত্রে যেসব ভুল অনেকের হয়ে থাকে। অধিকতর ব্যাপক ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৫। দুআর আদবসমূহ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কারণ দুআর ক্ষেত্রে

আদবের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। যেসকল সময় ও অবস্থায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোর আলোচনা।

৭। হাদিসে বর্ণিত কিছু মকবুল দুআ।

উল্লেখ্য, এসব আলোচনা আমি অধুনা-রচিত দুআ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি, মূল উৎসগ্রন্থগুলো সরাসরি দেখিনি। বিভিন্ন স্থানে যেসব হাদিস উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর রেফারেন্সও হাতের কাছে থাকা গ্রন্থগুলোর অনুসরণে দিয়েছি, সরাসরি হাদিসের কিতাব ঘাটিনি।

৮। ঘটনাবলি। এক্ষেত্রে প্রথমে এনেছি নবিদের দুআ, তারপর সাহাবিদের, তারপর তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে সবশেষে আমাদের যুগে ঘটিত দুআ কবুলের ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছি।

পাঠকের নিকট অনুরোধ, আপনার নিজের জীবনে কিংবা জানা-শোনার মধ্যে এমন ঘটনা থাকলে আমাদেরকে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ, দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলোকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ, যেন তিনি গ্রন্থটিকে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন এবং আমার পরকালীন সঞ্চয় হিসেবে কবুল করেন।

-খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী
শিক্কা, বুরাইদা, আল-কাসিম, সৌদি আরব

হজরত আদম আ.-এর দুআ

হজরত আদম আ.-কে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তিনি সে ফল খেয়ে ফেলেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়,

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

‘এইভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?’ (সুরা আরাফ: ২২)

অতঃপর আদম আ. আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, যা কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে—

فَتَلَقَّىٰٓ آدَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيْمُ

‘অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা বাকারা: ৩৭)

শুধু তা-ই নয়, আদমকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে মনোনীত করলেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

‘এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।’ (সুরা ত্বাহা: ১২২)

নুহ আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ دَيَّاراً

‘নুহ আরও বলেছিল, “হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়েন না”।’ (সুরা নুহ: ২৬)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘অর্থাৎ, “আপনি ভূপৃষ্ঠে তাদের কাউকে ছাড়বেন না এবং কোনো গৃহবাসীকেও না।” গুরুত্ব প্রকাশার্থে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।’

অতঃপর ইবনে কাসির বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা নুহ আ.-এর দুআ কবুল করে ভূপৃষ্ঠের সকল কাফিরকে ধ্বংস করলেন, এমনকি নুহ আ.-এর ঔরসজাত সন্তানও ছাড় পায়নি, যে পিতার দল ত্যাগ করে বলেছিল—

قَالَ سَآوِيۤ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ

‘সে বলল, “আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।” সে (নুহ) বলল, “আজ আল্লাহর হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত।” অতঃপর তরঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।’ (সুরা হুদ: ৪৩)

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা নৌযানে আরোহীদের রক্ষা করলেন, যারা নুহ আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন। মূলত তাদেরকেই নৌযানে বহন করতে নুহ আ.-কে আদেশ করা হয়েছিল।[৮২]

ইবরাহিম আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ آمِناً وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ

‘স্মরণ করো, ইবরাহিম বলেছিল, “হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো”।’ (সুরা ইবরাহিম: ৩৫)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা তার এই দুআ কবুল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ নিজেই বলেছেন— أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً

‘এরা কি দেখে না আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি।’ (সুরা আনকাবুত: ৬৭)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

رَبَّنَآ إِنِّيۤ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ

‘হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট।’ (সুরা ইবরাহিম: ৩৭)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা এই দুআটিও কবুল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন—

৮২. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা নুহ।

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَماً آمِناً يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيۡءٍ رِّزۡقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ

‘তারা বলে, “আমরা যদি তোমার সঙ্গে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।” আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিয্কস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।’ (সুরা কাসাস: ৫৭)

নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া যে, মক্কা নগরীতে বিশেষ কোনো ফলবান গাছ উৎপন্ন না হলেও তার আশপাশের সকল ফলমূল তাতে আমদানি হয়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আ.-এর দুআ কবুল করেছেন।[৮৩]

এমন বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আ.-এর দুআ কবুল করেছেন, যার বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। এভাবে সকল নবির দুআই আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, কারণ দুআ কবুলের গুণাবলি তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একারণেই ইবরাহিম আ. বলেছিলেন, যা কুরআনে কারিমে বিবৃতে হয়েছে এভাবে—

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِىۡ عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَاعِيلَ وَإِسۡحَاقَۚ إِنَّ رَبِّىۡ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।’ (সুরা ইবরাহিম: ৩৯)

ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, ‘অর্থাৎ, যে তাকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।’

৮৩. তাফসিরে ইবনে কাসির।

ইয়াকুব আ.-এর দুআ

ইয়াকুব আ. প্রিয়পুত্র ইউসুফকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓأَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, "আফসোস ইউসুফের জন্য।" শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।' (সুরা ইউসুফ: ৮৪)

অতঃপর ইউসুফ আ.-এর নির্দেশে তার ভাই বিনইয়ামিনের মালপত্রের মধ্যে রাজকীয় পানপাত্র লুকিয়ে রাখার মাধ্যমে বিনইয়ামিনও পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্য ভাইদের মুখে বিনইয়ামিনের খবর শুনে ইয়াকুব আ. বলেছিলেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓأَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ يٰبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ

'ইয়াকুব বলল, "না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ তাদের একসঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল,

“আফসোস ইউসুফের জন্য।” শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা বলল, “আল্লাহর শপথ, আপনি তো ইউসুফের কথা স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।” সে (ইউসুফ) বলল, “আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি যা তোমরা জান না। হে আমার পুত্রগণ, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর আশিস হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত”।’ (সুরা ইউসুফ ৮৩-৮৭)

আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আ.-এর দুআ কবুল করে ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ইউসুফ আ.-এর জামা চেহারায় রাখার উসিলায় ইয়াকুব আ. ফিরে পেয়েছিলেন হারানো দৃষ্টিশক্তি! তিনি ইউসুফের বড় ভাইদের জন্য ইসতিগফার করেছিলেন এবং সপরিবারে মিসরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এসবই ছিল তাঁর সবরের পুরস্কার।

ইউসুফ আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইউসুফ আ.-এর যবানিতে বলেন,

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ۝ فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

‘ইউসুফ বলল, “হে আমার প্রতিপালক, এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।”

অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সুরা ইউসুফ: ৩৩-৩৪)